দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 JUN 2015
পৃষ্ঠা 6 কলাম 4

এবারের বাজেট ও শিক্ষাব্যবস্থা

আলমগীর কবির

গত কয়েক বছরে বেড়েছে সার্বিক শিক্ষাখাতের পরিসর. কিন্তু বাজেট বরাদ্দ বাড়ছে না। গত চার বছরে শিক্ষাখাতে টাকার অঙ্কে বাড়লেও মোট বাজেটের তুলনায় বরাদ্দের হার ১২ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে নেমে ১১ দশমিক ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা প্রসারে বাজেটে তুলনামূলকভাবে বরাদ্দ না বাড়ালে এ খাতের উন্নয়ন ব্যাহত হবে। গত মাসে ঢাকায় সফররত নোবেল বিজয়ী শিক্ষাবিদ কৈলাস সত্যার্থী বলে গেছেন, শিক্ষাখাতে এক ডলার ব্যয় করলে ২০ বছর পর সেখান থেকে ১৫ গুণ রিটার্ন (প্রাপ্তি) আসে। তাই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শিক্ষাখাতে ব্যয় বাড়ানো উচিত। তিনি উল্লেখ করেছিলেন. যে কোনো দেশের শিক্ষাখাতে ব্যয় বাড়ালে সেটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জিডিপি প্রবৃত্তিতেও সহায়ক ভূমিকা রাখে। অথচ আমরা কী করছি? হাস্যকর হলেও সত্য বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে যে বরাদ্দ রাখা হয় তা জিডিপির মাত্র ২ শতাংশ।

এবারের বাজেটে (২০১৫-১৬) শিক্ষাখাতে বরাদ্দের হার গত বছরের সেই ১১ দশমিক ৬ শতাংশ থেকে কমে ১০ দশমিক ৭ শতাংশে নেমে এসেছে। এভাবে এ খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ কমতে থাকলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ অসম্ভব। বাজেট ঘোষণার পর আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে এ বরাদ্দ সম্পূরক বাজেটে বাড়াতে হবে। অথচ সম্পূরক বাজেটও পাস হলো। জানি না এবার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কী বলবেন।

এদিকে দেশে প্রায় ১,৪০,০০০ শিক্ষক নন-এমপিওভুক্ত। নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের এই বেসরকারি স্কুল/কলেজ প্রতিষ্ঠা হলেও নতুন করে এসব প্রতিষ্ঠান অযথা অনিবার্যকারণবশত এমপিওভুক্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। দেশে যেখানে প্রতি এক-দুই বছর পরপর এমপিও দেওয়া হতো সেখানে দীর্ঘ ৬ বছর ধরে এমপিও বন্ধ!

ঢাকা